সমকাল

তারিখঃ ১৮-০২-২০২৪ (পৃঃ ০৭)

নতুন ধানে আগাম শিষ বিপর্যয়ের মুখে কৃষক

কিশোরগঞ্জ

- প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে বঙ্গবন্ধু-১০০ জাতের ধান
- উৎপাদনের আশা ছিল প্রায় ২১০০ টন

■ **মোস্তফা কামাল,** কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার জমিতে আবাদ করা 'বঙ্গবন্ধু-১০০' জাতের ধানে নির্ধারিত সময়ের তিন সপ্তাহ আগেই শিষ দেখা দিয়েছে। অথচ এখনও বেশির ভাগ চারায় বাড়তি কুশিই বের হয়নি। এ কারণে চলতি মৌসুমে ধানের ফলনে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন কৃষক। সংবাদ পেয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তারা বলছেন, বেশি বয়সী চারা রোপণ ও তাপমাত্রা ওঠানামার কারণে এমন হয়েছে।

জেলা খামারবাড়ি সূত্র জানায়, এবার জেলায় প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ আবাদ করা হয়েছে। এ ধানের গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৭ টন। সে হিসাবে তারা প্রায় ২১শ টন উৎপাদনের আশা করছিলেন।

জেলার ইটনা উপজেলার বাদলা ইউনিয়নের পাঁচ একর জমিতে এ জাতের এক মাস বয়সী চারা রোপণ করেছিলেন আব্দুল গণি। তিনি একই ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে। স্বাভাবিক থাকলে ৩৫০ মণ ধান পেতেন। কিন্তু পুরো জমিতেই শিষ বেরিয়ে চারা নষ্ট হয়ে গেছে। সময় চলে যাওয়ায় নতুন করে ধান রোপণের সুযোগ নেই।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উজ্জ্বল সাহা বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ডিসেম্বরে তাপমাত্রা ছিল এক ডিগ্রি কম আর জানুয়ারিতে ছিল এক ডিগ্রি বেশি। এ ছাড়া অনেক কৃষক বেশি বয়সীর চারা রোপণ করেন। এসব কারণে কিছু জমিতে শিষ বেরিয়ে গেছে। তবে তারা অন্য কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন জমিতে ইউরিয়া, পটাশ ও দস্তা সার ছিটাতে। যারা পরামর্শ মানছেন, তাদের জমিতে পার্শ্বকুশি বের হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত অনেক কৃষক নতুন করে চারাও রোপণ করছেন।

করিমগঞ্জের বারঘড়িয়া এলাকার কৃষক আব্দুর রশিদেরও এক একর জমির ধান এভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছে। সংবাদ পেয়ে শুক্রবার তাঁর জমি পরিদর্শনে যান গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিআরআরআই) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আবু সাঈদ। তারা সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

এ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুকসেদুল হকের ভাষ্য, এই ধানের জমিতে শিষ আসার কথা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। কাটার কথা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে। অথচ তিন সপ্তাহ আগেই শিষ চলে এসেছে।

এ বিষয়ে গতকাল শনিবার কথা হয় জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বাচ্চুর সঙ্গে। তারা এই ক্ষতির সঠিক কারণ উদ্ঘাটনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন। পাশাপাশি কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের আহ্বান জানান।

জেলা খামারবাড়ির উপপরিচালক মো. আব্দুস সাত্তার জানিয়েছেন, গত বছর 'ব্রি ধান-২৮' জমিতে নেকব্লাস্ট সমস্যার কারণে কৃষকের আগ্রহ কমে যায়। ফলে এবার বঙ্গবন্ধু-১০০ সহ অন্য কয়েকটি জাতের আবাদ হয়। ব্রি ধান-২৮ হেক্টরপ্রতি ফলন ছিল সাড়ে ৬ টন। বঙ্গবন্ধু-১০০ জাতে যা ৭ টনের মতো। সমস্যার কথা শুনে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে ফলও মিলছে। তাঁর দাবি, আগের মৌসুমে যারা বঙ্গবন্ধু-১০০ আবাদ করেছিলেন, তারা আশানুরূপ ফলন পেয়েছিলেন।

বিআরআরআইর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, কিছু কৃষক এক মাসের চারার পরিবর্তে ৪৫-৬০ দিন বয়সী চারাও রোপণ করেছেন। এই ধানটি ব্রি ধান-২৮-এর সমতুল্য। কিন্তু অনেক কৃষক এটাকে ব্রি ধান-২৯-এর সমতুল্য ভেবে চারা ফেলে রেখেছেন। এসব কারণে বেশি বয়সী চারা রোপণ করেন। এ ছাড়া এবার তাপমাত্রার ওঠানামা ছিল। এসব কারণেই বিপর্যয় হয়েছে। হবিগঞ্জেও এ ধরনের সমস্যা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আরও সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১৬-০২-২০২৪ (এক্সট্রা পৃঃ ০৪)

লবণসহিষ্ণু ধান জনপ্রিয় হচ্ছে

গৌরাঙ্গ নন্দী, খুলনা

ঝপঝপিয়া নদীর দক্ষিণ পারের জনপদ দাকোপের পানখালী। সেখানে সম্প্রতি এক সকালে জমি প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত দেখা গেল কৃষক সাগর হালদারকে। জমির এক কোণে বীজতলা তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ধানগাছের সবুজ কচি পাতা লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে। শীতের কুয়াশাঢাকা সকালের সামান্য আলোতে সেই শিশিরভেজা পাতা চিকচিক করছিল।

সাগর হালদার এই প্রতিবেদককে বীজতলা দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখতিছেন, ওখানে ব্রি৬৭ জাতের ধানের বীজ ফেলানো হইছে। জমি তৈরি করা হচ্ছে, ওখনে ওই পাতা রোয়া (রোপণ করা) হবে। এইটা নোনা সহ্য করা জাতের ধান, ফলনও ভালো হয়। আমাইগে এইহেনে মাটির তলার পানিও নোনা, নদী-খালের পানিও নোনা, তা-ও আবার মাছ চাষিদের দখলে।'

লবণাক্ততার কারণে সাগর হালদারের মতো কৃষকদের ভেবেচিন্তে চাষ করতে হয়। তাঁরা দেখেছেন, ব্রি৬৭ জাতের ধানে পানি কম লাগে, এই এলাকায় ফলনও ভালো হয়।

খুলনার দাকোপ উপজেলাসহ সুন্দরবনসংলগ্ন উপকূলীয় উপজেলাগুলোতে বোরো ধান আবাদের কাল চলছে। এই অঞ্চলে অতীতে প্রকৃতিনির্ভর আমন ধানের চাষ হতো। তিন দশকের বেশি সময় নোনা পানি আটকে চিংড়ি চাষ করায় এখানকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়েছে। এতে কৃষিজমিতে স্বাভাবিক ফলন হয় না। আমন ধানের উৎপাদনও কম হয়। তবে মানুষ বোরো চাষে ঝুঁকেছে। বোরো আবাদে পানির প্রয়োজন হয়। দেশের অন্যান্য জায়গায় মূলত ভূগর্ভের পানি তুলে বোরোর আবাদ করা হয়। কিন্তু দাকোপের ভূগর্ভের পানিও নোনা। এ কারণে এ অঞ্চলে যাঁদের নিজস্ব পুকুর বা মিষ্টি পানির উৎস আছে, শুধু তাঁরাই বোরো ধানের চাষ করে আসছেন।

দাকোপ উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মিজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দাকোপ উপজেলায় মাত্র তিন শ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়। নিজস্ব পানির উৎস থাকায় তাঁরা বোরোর আবাদ করতে পারেন। কারণ এখানকার নদী, খাল, এমনকি মাটির তলার পানিও নোনা। ভূগর্ভের পানিতে আবার আয়রনও আছে। তাই যাঁদের পুকুর থেকে সেচ দেওয়ার সুযোগ আছে, তাঁরাই শুধু বোরোর আবাদ করেন। আর লবণসহিষ্ণু জাতের ধান আমাদের অফিস (কৃষি অফিস) থেকে সরবরাহ করা হয়। ব্রি৬৭ জাত নোনা সহনশীল, এর ফলনও ভালো হয়। স্থানীয় কৃষকরা এই জাতের ধান চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।'

সাগর হালদার এ বছর ১২ বিঘা জমিতে বোরো ধানের আবাদ করবেন। বেশির ভাগেই তিনি ব্রি৬৭ জাতের ধান লাগাবেন, কিছু জমিতে লাগাবেন ব্রি৯৯ জাত, এটিও নোনা সহনশীল। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি মনে করেন, প্রতি বিঘা (৫০ শতক) জমিতে ৪৫ থেকে ৫০ মণ ধান পাবেন। একই এলাকার (পানখালী) রফিক সরদারও ছয় বিঘা জমিতে বোরো ধানের চাষ করছেন। তিনিও কৃষি অফিস থেকে বীজ সংগ্রহ করেছেন। গত মৌসুমে রফিক সরদার নিজের দেড় বিঘা জমিতে ব্রি৬৭ চাষ করেছিলেন। ফলন ভালো পেয়ে উৎসাহিত হয়ে এবার অন্যের সাড়ে চার বিঘা জমি নিয়ে চাষ করছেন। রফিক আশাবাদী, এবারও ভালো ফলন পাবেন। কালের কণ্ঠকে তিনি বললেন, 'সমস্যা হচ্ছে পানি। এই সময়ে ধানের চাষে প্রচুর পানি দিতে হয়। কিন্তু চারদিকে নোনা পানি, তাই নিজের পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করে চাষ করছি। পুকুরের পানিও কিছু পরিমাণে নোনা, তাই নোনা সহনশীল জাত ছাড়া ভালো ফলন হয় না।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. মোসাদ্দেক হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট–ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি৬৭, ব্রি৯৭ ও ব্রি৯৯ জাতের ধান নোনা সহনশীল। এই জাতগুলো উপকূলীয় অঞ্চলের নোনা প্রভাবিত জমিতে চাষের উপযোগী। দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা অঞ্চলে ব্রি৬৭ ও ব্রি৯৭ জাতের ধান বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ব্রি৯৯ মাত্র গত বছর কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন আমন মৌসুমের জন্যও নোনা সহনশীল নতুন জাতের ধান।'

নোনা পানিতে ধানের চাষ করছেন এক কৃষক। ছবি : কালের কণ্ঠ

> লবণাক্ততার কারণে সাগর হালদারের মতো কৃষকদের ভেবেচিন্তে চাষ করতে হয়। তাঁরা দেখেছেন, ব্রি৬৭ জাতের ধানে পানি কম লাগে, এই এলাকায় ফলনও ভালো হয়